# SAARC, ASEAN, BIMSTEC

## SAARC

SAARC= South Asian Association for Regional Co-operation
১৯৮৫ সালের ৮ ডিসেম্বর ঢাকায় সার্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।
সদস্য সংখ্যাঃ ৮, সর্বশেষ সদস্যঃ আফগানিস্তান
সচিবালয়ঃ কাঠমান্ডু, নেপাল
বর্তমান মহাসচিবঃ এসালা ওয়েরাকুন(শ্রীলঙ্কা), ১৪ তম মহাসচিব। ২০২০ এর মার্চ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন।
প্রথম মহাসচিবঃ আবুল আহসান।
প্রথম নারী মহাসচিবঃ ফাতিমা দিয়ানা সাঈদ, মালদ্বীপ।
সার্কের পর্যবেক্ষক দেশগুলো হচ্ছেঃ চীন, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, দ. কোরিয়া, ইরান, মরিশাস, মিয়ানমার, অস্ট্রেলিয়া, ইইউ
২০০৪ সালে প্রথম সার্ক এওয়ার্ড প্রদান করা হয় সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে।

### সার্ক দিবস

- সার্ক চার্টার দিবসঃ ৮ সেপ্টেম্বর
- সার্ক ঘোষিত মিনা দিবসঃ ২৪ সেপ্টেম্বর

### সার্কভুক্ত দেশসমূহের কিছু তথ্য

- মানব উন্নয়নে সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষদেশ শ্রীলংকা এবং সর্বনিম্ন আফগানিস্তান।
- সবচেয়ে পরে স্বাধীনতা অর্জন করে বাংলাদেশ।
- সার্কভুক্ত কৃষি তথ্যকেন্দ্র অবস্থিত বাংলাদেশে।
- মাথাপিছু সর্বাধিক আয়ঃ মালদ্বীপ
- মাথাপিছু সর্বনিম্ন আয়ঃ আফগানিস্তান
- আয়তনে ক্ষুদ্রতমঃ মালদ্বীপ, ২৯৮ বর্গ কি.মি.
- শিক্ষার হার কমঃ ভুটান
- শিক্ষার হার সর্বাধিকঃ মালদ্বীপ
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারে শীর্ষ দেশ আফগানিস্তান ও সর্বনিম্ন দেশ শ্রীলংকা

## SAPTA- SAARC Preferential Trading Agreement

প্রতিষ্ঠাঃ ১১ এপ্রিল ১৯৯৩
সদস্যঃ ৮টি
লক্ষ্যঃ সদস্য দেশ গুলোর মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধি

## BIMSTEC -Bay of Bengal Initiative for Multi-sectoral Technical and Economic Cooperation

প্রতিষ্ঠাঃ ৬ জুন, ১৯৯৭
পূর্বনামঃ BISTEC, ১৯৯৭ সালে মিয়ানমার যোগ দিলে M যুক্ত করে BIMSTEC রাখা হয়। ২০০৩ সালে নেপাল ও ভুটান যোগ দিলে সদস্য দাঁড়ায় ৭ এ। ২০০৪ সালে এর নাম পরিবর্তন করা হয়।
সদস্য রাষ্ট্রঃ ৭ (বাংলাদেশ, ভারত, থাইল্যান্ড, মিয়ানমার, শ্রীলঙ্কা, নেপাল ও ভুটান)
মহাসচিবঃ শহিদুল ইসলাম, বাংলাদেশ
সদর দফতরঃ ঢাকা
লক্ষ্যঃ সদস্য দেশ সমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পারস্পরিক সহযোগিতা।

## ASEAN

## ASEAN(Association of Southeast Asian Nations)

দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় জাতি সংস্থা (Association of Southeast Asian Nations) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দশটি রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত একটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্থা, যা ১৯৬৭ সালের ৮ আগস্ট ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর ও থাইল্যান্ড দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়।তারপর থেকে, ব্রুনেই, কম্বোডিয়া, লাওস, মিয়ানমার, এবং ভিয়েতনাম সদস্যপদ লাভ করে।
এর লক্ষ্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক অগ্রগতি, সাংস্কৃতিক বিবর্তন তার সদস্যদের মধ্যে ত্বরান্বিত করা, আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা সুরক্ষা, এবং সদস্য দেশগুলোর মধ্যে শান্তিপূর্ণভাবে পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করা।

আসিয়ানের বর্তমান সদস্য ১০ টি(ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, ব্রুনেই, কম্বোডিয়া, লাওস, মিয়ানমার, এবং ভিয়েতনাম)
সর্বশেষ সদস্য কম্বোডিয়া (১৯৯৯ সালের ৩০ এপ্রিল)

সার্ক ও আসিয়ানের বাফার স্টেট বলা হয় মায়ানমারকে।

আসিয়ানের পর্যবেক্ষক দেশ দুইটি- পাপুয়া নিউগিনি ও পূর্ব তিমুর

আসিয়ানের প্রথম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়- বালি, ইন্দোনেশীয়া(২৩-২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৬)

নীতিবাক্য: "একটি দর্শন, এক পরিচয়, এক সম্প্রদায়"/ “One vision, One Identity, One Community”)

সদর দপ্তরঃ জাকার্তা, ইন্দোনেশিয়া

বর্তমান মহাসচিবঃ দাতো লিম জক হুই(ব্রুনাই)

আসিয়ান দেশসমূহের মধ্যে স্বল্প ট্যারিফে নিজেদের মধ্যে বাণিজ্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে (AFTA-Asean Free Trade Area) চুক্তি কার্যকর হয় ২০০৩ সালে

আসিয়ান চার্টার স্বাক্ষরিত হয় ১৬ ডিসেম্বর, ২০০৮

আসিয়ান রিজনাল ফোরাম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৪ সালে, সদস্য সংখ্যা ২৭ টি।

বাংলাদেশ আসিয়ান রিজনাল ফোরাম-এর ২৬ তম সদস্য